

65853 - যবে অবস্থাগুলোতে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত মওকুফ হয়

প্রশ্ন

যবে অবস্থাগুলোতে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত মওকুফ হয়

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সম্ভবতঃ প্রশ্নকারী ভাই সবে অবস্থাগুলো জানতে চাচ্ছেন যবে সব ক্ষেত্রেই নামাযে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত মওকুফ হয় এবং কবিলামুখী না হলেও নামায শুদ্ধ হয়।

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে: কবিলামুখী হওয়া। কবিলামুখী হওয়া ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। কনেনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে সবে নরিদশে দয়িচ্ছেন এবং সবে নরিদশে পুনরাবৃত্তি করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তুমি যখন থেকেই বরে হও না কনে মসজদি হারামরে দকি মুখ ফরিও; আর তোমরাও যখনই থাক না কনে, এই মসজদিরে দকিই মুখ ফরিও।”[সূরা বাক্বারা, ২:১৫০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যখন মদনাত্বে এলেন তখন বাইতুল মুকাদ্দাসরে দকি ফরিবে নামায আদায় করতেন, কাবাকে তাঁর পঠিরে দকি এবং শামকে (সরিয়াকে) তাঁর সামনের দকি রাখতেন। কনিতু এরপরে তিনি অপেক্ষা করছিলেন যবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এর বিপরীতটা করার বধিান নাযলি করবেন। সবে কারণে তিনি আকাশরে পানে বারবার মুখ ফরোতেনে কখন জব্রাইল (আঃ) কাবার দকি মুখ ফরোনার ওহি নিয়ে নাযলি হবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি আপনাকে বারবার আকাশরে দকি তাকাত্বে দেখি। তাই অবশ্যই আমি আপনাকে আপনার পছন্দরে এক কবিলার দকি ফরোব। আপনি মসজদি হারামরে দকি আপনার মুখ ফরান।”[সূরা বাক্বারা, ২:১৪৪]

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মসজদি হারামরে দকি মুখ ফরানরে নরিদশে দয়িচ্ছেন; তববে তিনিটি মাসয়ালায় এর ব্যতকিরম হবে:

১। যদি কিউে অক্ষম হয়। যমেন অসুস্থ ব্যক্তি যার চহোরা কবিলার দকি নয় এবং যার পক্ষে কবিলামুখী হওয়া সম্ভবপর

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নয়। এমতাবস্থায় তার কবিলামুখী হওয়ার বধিান মওকুফ হবে। দলিলি হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “অতএব যতটা পার আল্লাহকে ভয় কর।”[সূরা তাগাবুন, ৬৪:১৬] এবং আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে দায়িত্ব আরোপ করেন না।”[সূরা বাক্বারা, ২:২৮৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যদি আমি তোমাদেরকে কোন আদেশে কর্তিহলে সাধ্যানুযায়ী সটো পালন কর।”[সহি বুখারী (৭২৮৮) ও সহি মুসলমি (১৩৩৭)]

২। যদি কটে তীব্র ভয়রে মধ্য থাকে। যমেন— কোন মানুষ তার শত্রু থেকে পালাতে থাকে, কথিবা কোন হত্শির প্রাণী থেকে পালাতে থাকে, কথিবা বন্যার পানি থেকে পালাতে থাকে। এক্ষত্রে য়ে দকি তার চহোরা থাকে সে দকি ফরি নামায পড়বে। দলিলি হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “আর যদি তোমাদের ভয় থাকে তাহলে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায আদায় করবে)। অতঃপর যখন তোমরা নরিপদ হবে তখন আল্লাহকে সত্বেই যকিরি (স্মরণ) করবে যত্বে তনি তোমাদের শখিয়ছেনে, যা তোমরা (আগে) জানতে না।”[সূরা বাক্বারা, ২:২৩৯]

আল্লাহর বাণী: “তোমাদের ভয় থাকে” য়ে কোন ধরণরে ভয়কে শামলি করে এবং তাঁর বাণী: “অতঃপর যখন তোমরা নরিপদ হবে তখন আল্লাহকে সত্বেই যকিরি (স্মরণ) করবে যত্বে তনি তোমাদের শখিয়ছেনে, যা তোমরা (আগে) জানতে না।” প্রমাণ করে য়ে, মানুষ ভয়বশতঃ কোন ধরণরে যকিরি বরজন করলে তাত্বে কোন অসুবধি নহে। কবিলামুখী হওয়াটাও যকিরিরে অন্তর্ভুক্ত।

ইতপূর্ববে উল্লেখতি আয়াতদ্বয় ও হাদিসিও প্রমাণ করে য়ে, য়ে কোন আমল ওয়াজবি হওয়াটা সামর্থ্যরে সাথে সম্পৃক্ত।

৩। সফর অবস্থায় নফল নামাযরে ক্ষত্রে; সটো বমিনে হোক কথিবা গাড়ীতে হোক কথিবা উটরে পঠি হোক; এক্ষত্রে তার চহোরা য়ে দকিই থাকুক না কনে; যমেন- বতিরিরে নামায, কয়ামুল লাইল ও ইশরাকরে নামায ইত্যাদি।

মুকীম ব্যক্তরি মত মুসাফরিরেও উচতি সকল নফল নামায আদায় করা; কবেল য়োহর, মাগরিবি ও এশার সুননত নামাযগুলো ব্যতীত। কারণ সফরে এ নামাযগুলো না-পড়াই সুননত। মুসাফরি যখন চলন্ত অবস্থায় নফল নামায পড়তে চাইবনে তখন তার চহোরা য়ে দকিই হোক না কনে তনি নামায পড়তে পারবনে। সহি বুখারী ও সহি মুসলমি়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটাই সাব্যস্ত আছে।

এ তনিটি মাসয়ালার ক্ষত্রে কবিলামুখী হওয়া ওয়াজবি নয়।

পক্ষান্তরে, কটে কবিলার দকি না জানলেও তার উপর কবিলামুখী হওয়া ওয়াজবি। তনি যদি কবিলার দকি নরিদষ্টি করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টা সত্বেও পরবর্তীতে যদি তার ভুল প্রমাণতি হয় তাহলে তাকে সে নামায

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পুনরায় পড়তে হবে না। তবে, তার ক্ষতেরে আমরা এ কথা বলব না যে, তার উপর কবিলামুখী হওয়া মওকুফ করা হয়েছে। বরং তার উপরও কবিলামুখী হওয়া ওয়াজবি এবং সৎ তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। সৎ যদি তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পর তার ভুল ধরা পড়ে তাহলে সৎ নামায পুনরায় পড়তে হবে না। এর দলিল হচ্ছে সাহাবায়েরে কেরোমদের মধ্যে যারা কবিলা পরবিরতনের খবর পায়নি তারা একদিন কুব্বা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে বলল: আজ রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কাবামুখী হওয়ার নরিদশে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তমেরা কাবার দকি়ে ফরিযে যাও। সৎ সময় তাদরে মুখ ছিল শামরে দকি়ে। তখন তারা কাবার দকি়ে ঘুরে গেলেন। [সহি বুখারী (৪০৩) ও সহি মুসলিম (৫২৬)] কাবা শরীফ ছিল তাদরে পছনেরে দকি়ে। তারা নামায অব্যাহত রেখে ঘুরে গেলেন এবং কাবাকে তাদরে সামনে করলেন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায় ঘটছে; কিন্তু এ আমলেরে কোন সমালোচনা করা হয়নি। অতএব, এটি শিরয়িতানুমোদতি। অর্থাৎ কোন মানুষ যদি কবিলা চনিতে ভুল করে তাহলে সৎ নামায পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজবি নয়। কিন্তু যদি নামাযেরে মধ্যে তার ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তখনই কবিলামুখী হওয়া তার উপর ওয়াজবি।

কবিলামুখী হওয়া নামাযেরে একটি শর্ত। এ শর্ত পূরণ করা ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না। পূর্বোল্লখিত তিনটি স্থান ব্যতীত। কবিলা কোন মানুষ যদি জানার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্বেও ভুল করে। [সমাপ্ত]

"মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন" (১২/৪৩৩-৪৩৫)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।